খসড়া

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ২০২২

যেহেতু সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেট ও ইস্যুর নিয়ন্ত্রণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন, সিকিউরিটিজ লেনদেন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষংগিক বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অধ্যায়: ১
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (ক) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে;

(১) "অংশগ্রহণকারী'' অর্থ ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্টে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(২) "অনুসন্ধান'' অর্থ এই আইনের কোন বিধান লংঘন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন নিজ উদ্যোগে বা তদারকি কার্যক্রমের ভিত্তিতে বা প্রাপ্ত বা দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত তদন্তের জন্য গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ের প্রাথমিক সত্যতা উদঘাটনের লক্ষ্যে কমিশন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(৩) "অভিযোগ'' অর্থ এই আইনের কোন বিধান লংঘনের বিষয়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক, লিখিত বা অন্য কোনভাবে দাখিলকৃত অভিযোগ;

(৪) "অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট (Alternative Investment)'' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ পদ্ধতি;

(৫) "আত্ম-নিয়ামক সংগঠন (Self-Regulatory Organization)'' অর্থ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত বা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত এমন কোন প্রতিষ্ঠান, যাহাকে প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কার্যকর করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কোন সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধির ক্ষেত্রে সেবার নিয়ম, মান, প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি তৈরি ও প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে;

(৬) "ইকুইটি সিকিউরিটি (Equity Security)'' অর্থ কোন স্টক বা হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার (সাধারণ বা অগ্রাধিকারযুক্ত) বা মালিকানার প্রতিনিধিত্বমূলক অনুরূপ কোন সিকিউরিটি (Equity Linked Instrument); পণে বা বিনাপণে এইরূপ সিকিউরিটিতে রূপান্তরযোগ্য অন্য কোন সিকিউরিটি, বা এইরূপ কোন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ বা ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant); উক্তরূপ ক্ষমতাপত্র বা অধিকার স্বয়ং; এবং যেইরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেইরূপ কোন সিকিউরিটি;

(৭) "ইস্যু (Issue)'' অর্থ কোন ইস্যুয়ার কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের নিকট বিক্রয়ের নিমিত্ত কোন সিকিউরিটি সৃষ্টিকরণ প্রক্রিয়া;

(৮) "ইস্যুয়ার (Issuer)'' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন সিকিউরিটি ইস্যু করিয়াছেন বা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন;

(৯) "ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি'' অর্থ ইসলামী শরীয়াহ এর আলোকে ইস্যুকৃত বা ইস্যুতব্য কোন সিকিউরিটি;

(১০)"ঋণপত্র (Debt Instrument) বা ডেট সিকিউরিটি" অর্থ এমন সিকিউরিটি যাহা বিনিয়োগকারীর নিকট ইস্যুয়ারের ঋণগ্রস্থতার সাক্ষ্য বহনকারী, জামানতযুক্ত বা জামানতবিহীন, দলিল বা সাক্ষ্যপত্র বা ঋণগ্রস্থতার সাক্ষ্য বহনকারী যে কোন দলিল বা পত্র;

(১১) "এক্সচেঞ্জ (Exchange)" অর্থ এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত ও এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন এক্সচেঞ্জ যাহা সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি বাজার অথবা সিকিউরিটিজ এর ক্রেতা-বিক্রেতাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সুবিধা প্রদান করে অথবা প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা সাধারণভাবে একটি এক্সচেঞ্জ এর সর্বপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(১২) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(১৩) "কমিশনার" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কমিশনের কোন কমিশনার;

(১৪) "কমোডিটি ফিউচারস্ কন্ট্রাক্ট (Commodity Futures Contract)" অর্থ কোন চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত দরে ভবিষ্যতে সরবরাহ বা নিষ্পত্তি করা হইবে এমন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের কোন সম্মতি, যাহা প্রত্যেক পক্ষের মধ্যে উক্ত নির্দিষ্ট মূল্যে চুক্তির দায় পালনে বাধ্যবাধকতা তৈরি করে, এবং যাহা কোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সরবরাহ, নগদ প্রদান বা সমন্বয় (offset) দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়; এবং কমোডিটি ফিউচারস্ (**Commodity Futures**) এর বিষয়ে, নিম্নোক্ত অভিব্যক্তিসমূহ "কমোডিটি (**Commodity)**" হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হইবে,-

(অ) কৃষিজ, পশু সম্পদ, মৎস্য, বনজ, খনিজ বা জ্বালানি পণ্য এবং উক্ত পণ্য বা পণ্যাদি হইতে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাত কোন পণ্য; এবং

(আ) কমিশন কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্য কোন পণ্য;

(১৫) "সিকিউরিটি ইস্যু" অর্থ নগদ বা অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে কোন কোম্পানি বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ক্যাপিটাল বা সিকিউরিটি ইস্যুকরণ;

(১৬) "ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি (Clearing and Settlement Company)" অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান যাহা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় পাবলিক কোম্পানি হিসাবে নিগমিত, এবং যাহা সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসেবে নিবন্ধিত;

(১৭) "ক্লিয়ারিং (Clearing)" অর্থ সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য প্রদত্ত ক্রয়াদেশ ও বিক্রয়াদেশ সমন্বয় (Match) সাধনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক সিকিউরিটিজ ও অর্থের দায় নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রম, যাহার মধ্যে লেনদেন ব্যবস্থাপনা (Trade management), অবস্থান ব্যবস্থাপনা (Position management), সহায়ক জামানত ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Collateral and Risk management) এবং হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা (Delivery management) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(১৯) "ট্রেক হোল্ডার (TREC Holder)" অর্থ এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৮) এ সংজ্ঞায়িত "ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক)" ধারী;

(২০) "ডেরিভেটিভ (Derivative)" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে,-

(অ) ঋণপত্র (Debt Instrument), শেয়ার, জামানতসহ বা জামানতবিহীন ঋণ, ঝুঁকি হস্তান্তর দলিল বা অবস্থানের ভিন্নতার চুক্তি (contract for differences) বা অন্য যে কোন ধরনের সিকিউরিটি হইতে উদ্ভূত কোন সিকিউরিটি;

(আ) কোন চুক্তি, যাহার মূল্য, উহার মূলগত সিকিউরিটির (underlying security) দর (price) বা মূল্য সূচক (index of prices) বা সুদের হার (Interest Rates) বা বিনিময় হার (Exchange Rates) হইতে উদ্ভূত হয়;

(২১) "তদন্ত" অর্থ অনুসন্ধানান্তে বা তদারকি কার্যক্রমের ভিত্তিতে বা কমিশন নিজ উদ্যোগে বা প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের কোন বিধান লংঘন সংঘটিত হইবার বিষয়ে বা এই আইনের উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(২২) "তহবিল" অর্থ এই আইনের ধারা ৫২ এর অধীন গঠিত কমিশনের তহবিল;

(২৩) "তালিকাভুক্তি (listing)" অর্থ এক্সচেঞ্জ এর ট্রেডিং প্লাটফরমে কোন সিকিউরিটি তালিকাভুক্তকরণ;

(২৪) "নির্ধারিত (Prescribed)" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(২৫) "নিবন্ধিত (Registered)" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা কমিশনের নিকট নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি;

(২৬) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৭) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন ব্যাংক কোম্পানি;

(২৮) "বাজার" বলিতে পুঁজিবাজার বা সিকিউরিটিজ মার্কেট বুঝাইবে;

(২৯) "বাজার সৃষ্টিকারী (Market Maker)" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে কোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অনুমোদিত সিকিউরিটির বাজার সৃষ্টি (Market Making) কার্যক্রমের জন্য নিযুক্ত থাকেন;

(৩০) "বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Market Intermediary)" অর্থ এই আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান;

(৩১) "বিনিয়োগ উপদেষ্টা (Investment Adviser)" অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি, যিনি পারিশ্রমিকের (compensation) বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে, অথবা প্রকাশনা বা লিখনের মাধ্যমে সিকিউরিটির মূল্য সম্পর্কে বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ বা সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অপরকে পরামর্শ প্রদানের ব্যবসায়ে নিয়োজিত; কিন্তু উক্ত অর্থে নিম্নবর্ণিত কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত হইবে না,-

(অ) কোন ব্যাংক;

(আ) কোন শিক্ষক, আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, বা প্রকৌশলী যাহার এইরূপ সেবাসমূহ প্রদান উক্ত পেশার চর্চায় আনুষঙ্গিক মাত্র;

(ই) কোন স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার, যাহার এইরূপ সেবাসমূহ প্রদান ব্যবসা পরিচালনায় আনুষঙ্গিক মাত্র এবং যিনি উহার জন্য কোন পৃথক পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না;

(ঈ) কোন সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া বা সাধারণ ও নিয়মিত প্রচারিত অন্য কোন প্রকাশনার প্রকাশক;

(৩২) "বিনিয়োগ কোম্পানি (**Investment Company**)" অর্থ এমন কোন কোম্পানি যাহা প্রধানত বা সামগ্রিকভাবে অন্য কোম্পানির সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয়ে নিয়োজিত এবং উক্ত অর্থে এইরূপ কোন কোম্পানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার নিজস্ব পরিশোধিত মূলধনের আশি শতাংশ (৮০%) কোন একক সময় অন্য কোম্পানিসমূহে বিনিয়োজিত;

(৩৩) "ব্যক্তি (Person)" অর্থে কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, ফার্ম, নিগমিত বা অনিগমিত সংঘ (association) বা ব্যক্তিসমষ্টির সংগঠন বা সংস্থা (body of individuals), নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্ম, এক্সচেঞ্জ, সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টি, আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, কোন ইস্যুয়ার, বাজার মধ্যস্থতাকারী, সিকিউরিটিজ মার্কের্টের কোন অংশগ্রহণকারী বা সিকিউরিটিজের ক্রেতা-বিক্রেতা, সম্পদ মূল্যায়নকারী, ট্রাস্ট, কোম্পানি, সরকার বা স্থানীয় সরকার বা উহার বা উহাদের অধীন সংস্থা এবং অন্য সকল কৃত্রিম আইনগত সত্তাও (Artificial Juridical Person) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৪) "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution)" অর্থ অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন পদ্ধতি;

(৩৫) "যৌথ বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme)" অর্থ অন্য কোন আইনের সহিত সাংঘর্ষিক নয় এমন কোন বিনিয়োগ স্কীম বা ফান্ড বা তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোন সম্পদ বা ফান্ড ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে উক্ত স্কীম বা ফান্ড এর অর্থ আয় বা মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটিজ বা সম্পদে বিনিয়োগ করা হইয়া থাকে;

(৩৬) "সহযোগী" অর্থ কোন বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এর কোন শেয়ারধারক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বা পরিচালক;

(৩৭) "সদস্য" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনার;

(৩৮) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(৩৯) "সিকিউরিটিজ (Securities)" অর্থ বাংলাদেশে নিগমিত হউক বা না হউক এমন কোন কোম্পানি বা ইস্যুয়ার কর্তৃক বা উহার কল্যাণে ইস্যুকৃত বা ইস্যুতব্য নিম্নবর্ণিত যেকোন দলিল (instrument), যথা:

(অ) The Securities Act, 1920 (X of 1920)-এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারি সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ;

(আ) কোন কোম্পানি বা ইস্যুয়ার এর সম্পত্তির উপর চার্জ বা পূর্বস্বত্ব (lien) সৃষ্টিকারী কোন দলিল (instrument); এবং

(ই) কোন কোম্পানি বা ইস্যুয়ারকে প্রদত্ত ঋণ বা উহার ঋণগ্রস্থতা (indebtedness) স্বীকারপত্র এবং কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদানকৃত বা কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত যৌথভাবে সম্পাদিত, এবং কোন স্টক, হস্তান্তরযোগ্য শেয়ার, স্ক্রিপ, নোট, ঋণপত্র, ঋণপত্র স্টক, বন্ড, বিনিয়োগ চুক্তি, ফিন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস, কমোডিটি ডেরিভেটিভস, মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সহ যে কোন যৌথ বিনিয়োগ স্কীমের (Collective Investment Scheme) ইউনিট, প্রাক-প্রতিষ্ঠা সনদ বা চাঁদা (subscription) গ্রহণ সনদ, সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি এবং সাধারণভাবে সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ হিসাবে প্রচলিত ভাবে পরিচিত কোন স্বার্থ বা দলিল; এবং পূর্বোল্লিখিত যেকোন দলিল সম্পর্কিত কোন জমাকরণ সনদ, স্বার্থের বা অংশগ্রহণের সনদ, সাময়িক বা অন্তর্বর্তীকালীন সনদ, ওয়্যারহাউস সনদ, রসিদ বা গ্রহণার্থে অর্থ প্রদান বা ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (Warrant):

তবে, উক্ত অর্থে কোন মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial paper), বিনিময়পত্র বা ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র বা কোন নোট যাহা ইস্যুর সময় উহার পরিশোধের মেয়াদ সীমিত থাকে, এবং যাহা অতিরিক্ত সময় (Grace Period) বা নবায়নের মেয়াদ ব্যতীত অনধিক (১২) বার মাস মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য, তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে না:

ব্যাখ্যা: এই আইনে সিকিউরিটিজ অর্থে অতঃপর একবচন এর ক্ষেত্রে "সিকিউরিটি" এবং বহবচন এর ক্ষেত্রে "সিকিউরিটিজ" হিসেবে ব্যবহৃত হইবে।

(৪০) "সুকুক (Sukuk)" অর্থ এক প্রকার সনদ যাহা ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক সম্পাদিত কোন বিনিয়োগ চুক্তির অংশিদারিত্ব প্রকাশ করে;

(৪১) "সেট্‌লমেন্ট (Settlement)" অর্থ সিকিউরিটিজ এর লেনদেন হইতে পক্ষসমূহের উদ্ভূত দায় পরিশোধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারগণের নিকট সিকিউরিটিজ ও অর্থ হস্তান্তর সংক্রান্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রম;

(৪২) "স্টক-ডিলার (Stock Dealer)" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি তাহার নিজের হিসাবে সিকিউরিটিজের লেনদেন কার্যকর করিবার ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন;

(৪৩) "স্টক-ব্রোকার" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি অপর কোন ব্যক্তির হিসাবের পক্ষে সিকিউরিটিজ লেনদেন কার্যকরণের ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন;

(৪৪) "সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি (Central Counterparty)" অর্থ সিকিউরিটিজের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনাসহ আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে মধ্যবর্তী পক্ষ হিসাবে অবতীর্ণ হইয়া বিক্রেতার ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার দায় গ্রহণ এবং তাহাদের দেনা-পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক;

(৪৫) "স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল (Special Tribunal)" অর্থ এই আইনের ধারা ৫১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল।

(খ) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা বক্তব্যের (expression) সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা বক্তব্য কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন) এবং এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায়: ২
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী, ইত্যাদি

৪। **কমিশন প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা এবং ইহার স্থায়ি ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর ও পতাকা থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **কমিশনের কার্যালয়, ইত্যাদি**।- (১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কমিশন, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কমিশনের গঠন**।- (১) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচ সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান ও কমিশনার হইবেন।

(৪) বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রশাসন, আইন বা অর্থনীতি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রী ও সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসহ কমপক্ষে ২০(বিশ) বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা থাকা চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৬) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে চার বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুন:নিয়োগের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে বহাল থাকিবেন না।

(৭) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ যথাক্রমে সিনিয়র সচিব ও সচিব এর পদমর্যাদা, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৭। **চেয়ারম্যান বা কমিশনারের পদত্যাগ ও পদশূন্যতা।**– (১) চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনার তাঁহাদের চাকুরির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে অন্যূন তিন মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করিয়া স্ব স্ব পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান ব্যতীত পদত্যাগকারী কমিশনার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি চেয়ারম্যান বরাবর অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পদত্যাগ সত্ত্বেও, পদত্যাগ পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, প্রয়োজনবোধে, পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান বা কমিশনারকে তাঁহার দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনারের পদ মেয়াদপূর্তি বা মৃত্যুবরণ বা পদত্যাগ বা অপসারণ বা অন্য কোন কারণে শূন্য হইলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগ দান করিবেন।

৮। **চেয়ারম্যান, কমিশনার এর অযোগ্যতা।**- (১) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা কমিশনার নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;
(খ) তাহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করে;
(গ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;
(ঘ) সরকারের বিবেচনায় তিনি তাহার পদমর্যাদার এইরূপ অপব্যবহার করিয়া থাকেন যাহাতে তাহার উক্ত পদে বহাল থাকা জনস্বার্থের পরিপন্থী;
(ঙ) তিনি কোন কোম্পানি বা সংস্থায় পরিচালক কিংবা কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত হন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনারকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

৯। **কমিশনের সভা।**- (১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) তিন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত কমিশনারবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত কোন কমিশনার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিশনের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) শুধুমাত্র চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনার পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কিত কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **কমিশনের কার্যাবলী**।- (১) এই আইনের বিধান এবং বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নরূপ যে কোন বিষয় থাকিতে পারে, যথাঃ-

(ক) এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টির কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) ট্রেকহোল্ডার, স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি, ইস্যুর ব্যাংকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ইস্যুর নিবন্ধক, ইস্যুর ম্যানেজার, অবলিখক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, বাজার সৃষ্টিকারী, ট্রাস্ট দলিলের ট্রাস্টি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ফান্ড ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগ কোম্পানি, হেফাজতকারী, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, বিনিয়োগ উপদেষ্টা, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী, অনুমোদিত প্রতিনিধি, **ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট বা রিসার্চ অ্যানালিস্ট,** গ্রাহক পরিচিতি রেজিস্ট্রার এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(গ) সিকিউরিটি ইস্যু সংক্রান্ত কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) মিউচুয়্যাল ফান্ড, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ), অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যে কোন ধরণের যৌথ বিনিয়োগ পদ্ধতির (Collective Investment Scheme) কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) স্বীকৃত বা কর্তৃত্ব প্রাপ্ত আত্ম-নিয়ামক সংগঠনসমূহের উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(চ) সুকুকসহ যে কোন ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু এবং এতদ্দুদ্দ্যেশ্যে কেন্দ্রীয় শরীয়াহ এ্যাডভাইজরি কাউন্সিল (Central Shariah Advisory Council) গঠন, ইত্যাদি কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও নিরূপণ;

(ছ) সিকিউরিটিজ মার্কেটের বিভিন্ন স্তরে বিনিয়োগ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান ও উন্নয়ন এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের সকল ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান, সিকিউরিটিজ মার্কেট সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা একাডেমি স্থাপন ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ শিক্ষার জন্য এফিলিয়েশন প্রদান ও সার্টিফিকেট কোর্স চালুর স্বীকৃতি প্রদান এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ;

(জ) সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত প্রতারণামূলক কার্যক্রম (Fraudulent Activities), অসাধু ব্যবসা এবং কারসাজি (Market Manipulation) বন্ধকরণ এবং এই ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করিবার ও তথ্য উদঘাটন করিবার জন্য গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঝ) সিকিউরিটিজের সুবিধাভোগী ব্যবসায় (Insider Trading) নিষিদ্ধকরণ এবং এই ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করিবার ও তথ্য উদঘাটন করিবার জন্য গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঞ) কোম্পানির শেয়ার বা স্টক অর্জন বা অধিগ্রহণ (acquisition) বা কোম্পানির কর্তৃত্ব গ্রহণ (Take over) সংক্রান্ত কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ট) তালিকাভুক্ত কোম্পানির একীভূতকরণ (merger), অঙ্গীভূতকরণ (affiliation) ও পুনর্গঠন (reconstruction) সংক্রান্ত কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ (Control);

(ঠ) সিকিউরিটিজ মার্কেটের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান, সিকিউরিটি ইস্যুকারী, এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বা আত্ম-নিয়ামক সংগঠন (Self-Regulatory Organization) বা সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত যেকোন ব্যক্তির নিকট হইতে বা উহাদের মাধ্যমে তথ্য তলব বা নিরীক্ষা, উহাদের তদারকি, নজরদারি, পরিদর্শন, অনুসন্ধান ও তদন্ত;

(ঢ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন নিরীক্ষক দ্বারা সিকিউরিটিজ মার্কেটের বাজার মধ্যস্থতাকারী, আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, ইস্যুয়ারসহ সিকিউরিটিজ মার্কেটের অন্যান্য সকল ব্যক্তির নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন এবং উক্ত নিরীক্ষকের কার্যাবলী নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন সম্পদ মূল্যায়নকারীর দ্বারা সিকিউরিটিজ মার্কেটের বাজার মধ্যস্থতাকারী, আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, ইস্যুয়ারসহ সিকিউরিটিজ মার্কেটের অন্যান্য সকল ব্যক্তির সম্পদ মূল্যায়ন কার্য সম্পাদন, এবং উক্ত সম্পদ মূল্যায়নকারীর কার্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ত) দেশী -বিদেশী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত যৌথ কার্যক্রম, সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন;

(থ) সিকিউরিটিজ ইস্যুকারীর আর্থিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত কর্মসূচী সংকলন, বিশ্লেষণ ও প্রকাশন;

(দ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফিস, লেভি বা অন্যান্য চার্জ ধার্যকরণ;

(ধ) উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে গবেষণা পরিচালনা, তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ এবং তথ্য ও উপাত্ত প্রকাশ করা;

(ন) ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস, কমোডিটি ডেরিভেটিভস ও সকল প্রকার কাঠামোগত অর্থায়ন (Structrued Finance) এর আর্থিক দলিলাদির (Financial Instruments) সকল প্রকার কার্যক্রম নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(প) সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের তথ্য সংরক্ষণ ও যাচাই এর উদ্দেশ্যে গ্রাহক পরিচিতি রেজিস্ট্রার এর সকল প্রকার কার্যক্রম নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ফ) সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিল (Investors Protection Fund) বা অন্য কোন তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও উহার সকল প্রকার কার্যক্রম নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ব) সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদানসহ অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সকল প্রকার কার্যক্রম নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ভ) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) অনুসরণপূর্বক পুঁজিবাজার বিষয়ক মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নথিপত্র পরিদর্শন, পরিপালনীয় বিভিন্ন শর্তাদি, নিয়মাচার (guideline) বা নির্দেশনা প্রদান ও পুঁজিবাজার সম্পৃক্ত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং মামলা পরিচালনা;

(ম) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন ও কর্তব্য পালন।

(৩) কমিশন নিজে বা এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে সিকিউরিটিজ লেনদেন ও সিকিউরিটিজ মার্কেটের তদারকি ও নজরদারি (Surveilance) কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

১১। **কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।-

(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে, কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, গ্রাচ্যুইটি, পেনশন ও চাকুরি সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান ও আদেশ-নির্দেশ কমিশনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত বেতন-ভাতাদি ব্যতীত আর্থিক খাতের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অন্যান্য সুবিধাদি কমিশন, নির্বাহী আদেশ দ্বারা, নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১২। **পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ**।- কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ, করিতে পারিবে।

১৩। **ক্ষমতা অর্পণ**।— বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতিত কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারম্যান, কোন কমিশনার বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন অধঃস্তন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

অধ্যায়: ৩
সিকিউরিটি ইস্যু

১৪। **সিকিউরিটি ইস্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ**।—

(১) বাংলাদেশে নিগমিত কোন ইস্যুয়ার বা কোম্পানি, কমিশনের সম্মতি ব্যতীত, বাংলাদেশের বাহিরে কোন ক্যাপিটাল বা সিকিউরিটি ইস্যু করিতে পারিবে না।

(২) কোন ইস্যুয়ার বা কোম্পানি, বাংলাদেশে নিগমিত হউক বা না হউক, কমিশনের সম্মতি ব্যতীত,-

(ক) বাংলাদেশে কোন ক্যাপিটাল বা সিকিউরিটি ইস্যু করিতে পারিবে না;

(খ) বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য কোন গণ প্রস্তাব করিতে পারিবে না;

(গ) বাংলাদেশে পরিশোধের জন্য মেয়াদ পূর্ণ হইতেছে এইরূপ কোন সিকিউরিটির মেয়াদ পূর্তির বা প্রত্যর্পণ তারিখ নবায়ন বা স্থগিত করিতে পারিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন সম্মতি প্রদানকালে কমিশন কোন ইস্যুর মূল্য নির্ধারণ করিবে না।

১৫। **প্রসপেক্টাস, এবং ইস্যু প্রস্তাব বা অন্যান্য দলিলাদির উপর নিয়ন্ত্রণ**।-

(১) চাঁদা গ্রহণ (subscription) এর জন্য প্রস্তাব বা কোন সিকিউরিটি জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্বলিত প্রতিটি প্রসপেক্টাস বা অন্যান্য দলিল নির্ধারিত ফরম ও পন্থায় এবং তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশের পূর্বেই কমিশনের নিকট পরীক্ষার জন্য দাখিল করিতে হইবে এবং এই আইন বা বিধিমালা এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য আইনের আবশ্যকতা পরিপালিত হইয়াছে মর্মে

কমিশন সন্তুষ্ট হইয়া উহা প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদানের পরই কেবল সংশ্লিষ্ট প্রসপেক্টাস এবং অন্যান্য দলিলাদি প্রকাশ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সিকিউরিটির ইস্যু বা বিক্রয়ের প্রস্তাবে কমিশনের সম্মতি, প্রস্তাবের গুণগত মান বা সঠিকতার জন্য ইস্যুয়ারের দায় দায়িত্বকে অব্যহতি প্রদান করিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে কোন সিকিউরিটি চাঁদা গ্রহণ (subscription) এর বা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্বলিত কোন প্রসপেক্টাস বা অন্যান্য দলিল প্রকাশ করিবে না, যাহা নিম্নরূপ বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করে না, যথা:-
(ক) উহার প্রকাশে কমিশনের অনুমোদন রহিয়াছে; এবং
(খ) সিকিউরিটির ইস্যু বা বিক্রয় প্রস্তাবে কমিশনের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৬। **সিকিউরিটি ক্রয়**।– কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে বা অন্যত্র ইস্যু হইয়াছে বা ইস্যুর প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন কোন সিকিউরিটি গ্রহণ বা উহার বিপরীতে কোন বিনিময়মূল্য প্রদান করিবেন না, যদি না উক্ত সিকিউরিটি বা ক্যাপিটাল ইস্যুতে কমিশনের সম্মতি বা স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়া থাকে।

১৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের ক্ষমতা**।– কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা কোন চুক্তি বা কোন কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে এই আইনের ধারা ১৪, ধারা ১৫ বা ধারা ১৬ এর অধীন প্রদত্ত কোন সম্মতি বা স্বীকৃতির উপর কমিশন, সময় সময়, যেইরূপ শর্ত আরোপ করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

১৮। **অব্যাহতি প্রদান ও লংঘন মার্জনার ক্ষমতা**।– (১) কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত সাধারণ আদেশ দ্বারা, ধারা ১৪, ধারা ১৫, ধারা ১৬ এবং ধারা ১৭ এর বিধান সমূহের সবগুলি বা যে কোন একটি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কমিশন, আদেশ দ্বারা, ধারা ১৪ বা ধারা ১৫ এর যেকোন বিধানের লংঘন মার্জনা করিতে পারিবে এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন ধারা ১৪ বা ক্ষেত্রমত ধারা ১৫ লংঘন করিয়া কৃত বা বিচ্যুত কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে এই ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

১৯। **তথ্য তলবের ক্ষমতা**।– কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সিকিউরিটিজ বা ক্যাপিটাল ইস্যুতে সম্মতি বা স্বীকৃতির জন্য আবেদনপত্রের কোন বিবরণীর সঠিকতা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্মতি বা স্বীকৃতি সম্বলিত কোন আদেশে সংযুক্ত কোন শর্তের আবশ্যকতা পরিপালিত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উক্তরূপ আবেদনকারী বা উক্তরূপ আদেশপ্রাপ্ত কোন কোম্পানি বা ইস্যুয়ার বা উহার কোন কর্মকর্তাকে বা কর্মচারীকে, তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপ হিসাবসমূহ, বহিসমূহ বা অন্যান্য দলিলাদি দাখিল অথবা তথ্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২০। **অসত্য তথ্য নিষিদ্ধকরণ**।– কোন ব্যক্তি, ধারা ২০ এর অধীনে কোন চাহিদা পরিপালনকালে, বা সিকিউরিটি বা ক্যাপিটাল ইস্যুতে সম্মতি বা স্বীকৃতির জন্য আবেদনকালে, এইরূপ কোন তথ্য বা বিবৃতি প্রদান করিবেন না, যাহা মিথ্যা বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী সঠিক নহে বলিয়া তিনি জানেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

২১। **আদেশের ধারাবাহিকতা**।– **(১)** ক্যাপিটাল ইস্যুজ (কন্টিনিউয়্যান্স অব কন্ট্রোল) অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ২৯নং আইন) এর অধীন প্রদত্ত বা প্রদত্ত বলিয়া গণ্য সকল আদেশের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন); Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এবং উহাদের অধীন প্রদত্ত বা প্রদত্ত বলিয়া গণ্য সকল আদেশ বা নির্দেশ বা প্রদত্ত সুবিধাদির কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ বা প্রদত্ত সুবিধাদি বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায়: 8
নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি

২২। **বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন**।- (১) কোন স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি, ইস্যুর ব্যাংকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ইস্যুর নিবন্ধক, ইস্যুর ম্যানেজার, অবলিখক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, বাজার সৃষ্টিকারী, ট্রাস্ট দলিলের ট্রাস্টি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ফান্ড ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগ কোম্পানি, হেফাজতকারী, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, বিনিয়োগ উপদেষ্টা, ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী, অনুমোদিত প্রতিনিধি, রিসার্চ অ্যানালিস্ট, গ্রাহক পরিচিতি রেজিস্ট্রার এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইতে পারে এইরূপ সকল ব্যক্তি কমিশনের নিকট হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত না হইলে সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ মার্কেট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে বা অব্যাহত রাখিতে পারিবে না এবং কোন ব্যক্তি সিকিউরিটিজ লেনদেন বা কারবারের উদ্দেশ্যে কোন বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বা সেবার ব্যবহার করিতে বা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

(২) মিউচুয়্যাল ফান্ড, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ), অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যে কোন ধরণের যৌথ বিনিয়োগ পদ্ধতি (Collective Investment Scheme) কমিশনের নিকট হইতে নিবন্ধন সনদ ব্যতিরেকে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৩) নিবন্ধীকরণের আবেদন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

(৪) কোন নিবন্ধন সনদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীন কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

২৩। **এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানির নিবন্ধন**।– **(১)** এই আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত না হইলে কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি উহার কোন কার্য পরিচালনা করিতে বা অব্যাহত রাখিতে পারিবে না, এবং কোন ব্যক্তি কোন সিকিউরিটির লেনদেন বা কারবারের উদ্দেশ্যে কোন এক্সচেঞ্জের বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানির সুযোগ সুবিধা বা সেবার ব্যবহার করিতে বা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

(২) কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি উহার ন্যায্য লেনদেন এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিলে বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য আবশ্যকতা পরিপালন করিলে, উহা এই আইনের অধীন নিবন্ধনের যোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে হইতে পারে, যথা:

(ক) স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার বা ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারীদের যোগ্যতা এবং উহাদের অন্তর্ভুক্তি, বাতিল, সাময়িক স্থগিত, বহিষ্কার বা অব্যাহতি এবং পুন:অন্তর্ভুক্তি;

(খ) পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও ক্ষমতা এবং উহার পদাধিকারীদের ক্ষমতা ও কর্তব্য;

(গ) এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি এর পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোন কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব বা পর্যবেক্ষক নিয়োগ;

(ঘ) স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার বা ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারীদের ব্যবসায়ের উপর বাধা-নিষেধসহ উহার ব্যবসা পরিচালনার পদ্ধতি;

(ঙ) এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধি, বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং উপ-আইনসমূহ; এবং

(চ) স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার বা ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারীগণসহ এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানির হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষা।

(৪) উপ-ধারা (২) ও উপ-ধারা (৩) এর নিবন্ধন শর্তাবলী ও নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে যোগ্য কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে, নিবন্ধনের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবে;

(৫) যদি কমিশন তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান এবং অধিকতর তথ্য প্রাপ্তির পর এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,-

(অ) এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি উহার নিবন্ধনের জন্য যোগ্য; এবং

(আ) যেইক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ লেনদেনের স্বার্থে বা জনস্বার্থে কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানির নিবন্ধন করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানির অনুকূলে নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৬) আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে কোন নিবন্ধনের আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে না।

২৪। **নিবন্ধন স্থগিত, বাতিলকরণ, ইত্যাদি**।– (১) যেইক্ষেত্রে কমিশন অভিমত পোষণ করে যে, কোন এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এই আইন, বা তদধীন প্রণীত বা প্রদত্ত যেকোন বিধি, প্রবিধান, আদেশ বা নির্দেশনার কোন বিধান লংঘন করিয়াছে বা অন্যভাবে অবহেলা করিয়াছে বা চাহিদা পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে কমিশন বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা বা এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায্য কারবার বা ন্যায্য প্রশাসন নিশ্চিত করিবার জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা, এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠানের -

(ক) কোন লেনদেন বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম আদেশে নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে;

(খ) পরিচালনা পর্ষদ বা উহার অন্যান্য কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবে;

(গ) পরিচালনা পর্ষদ বাতিলপূর্বক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে অথবা পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোন কমিটির সভায় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে:

(ঘ) নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে বা উহার কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে;

(ঙ) কোন স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার বা অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে বা উহার কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

(২) এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) হতে দফা (ঙ) এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) হইতে দফা (ঙ) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনায় পরিচালনা পর্ষদ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের বা অপসারিত পরিচালক বা কর্মকর্তার কার্যাবলী কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি সম্পাদন করিবে তাহাও নির্ধারণ করা যাইবে।

(৪) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে বা কোন সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশের কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, এইরূপ আদেশ প্রদানের তারিখের পূর্বে আইনগতভাবে সম্পাদিত কোন চুক্তিকে প্রভাবিত করিবে না।

২৫। **হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন, রিটার্ন, ইত্যাদি**।– (১) প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠান বা উহাদের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হিসাববহি এবং অন্যান্য দলিল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে, এবং এইরূপ প্রত্যেক হিসাববহি বা দলিল যুক্তিসংগত সময়ে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক, পরিদর্শন যোগ্য হইবে।

(২) প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত বিষয় সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উহার বিষয়াদি সম্পর্কে অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ন না করিয়া, প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি বা বাজার মধ্যস্থাতাকারী প্রতিষ্ঠানের এবং উহাদের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, কমিশন কর্তৃক যেকোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, যাচিত বিষয়াদি সম্পর্কিত বা ক্ষেত্রমত, উক্ত পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে দলিল, তথ্যাদি বা ব্যাখ্যা দাখিল করিবে।

অধ্যায়: ৫
সিকিউরিটি লেনেদেন, তালিকাভুক্তি, দেওলিয়াত, ইত্যাদি

২৬। **সিকিউরিটির লেনদেনের উপর বাধানিষেধ**।– (১) স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার ব্যতিত কোন ব্যক্তি কোন এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটির লেনদেন বা ব্যবসা করিতে পারিবেন না।

(২) অংশগ্রহণকারী ব্যতিত কোন ব্যক্তি কোন এক্সচেঞ্জে লেনদেনকৃত সিকিউরিটির ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্টে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৩) সরকারি সিকিউরিটি বা বোনাস অধিকারদানকারী ভাউচার ব্যতীত কোন সিকিউরিটি কোন এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত না হইলে উহা উক্ত এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন তালিকাচ্যুত বা অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির লেনদেন কমিশন যেইরূপ নির্দেশনা প্রদান করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি এক্সচেঞ্জের বাহিরে, উক্ত এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন সিকিউরিটির স্টক-ডিলার হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।

(৫) ট্রেক হোল্ডার (TREC Holder) ব্যতিত কোন ব্যক্তি এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোন সিকিউরিটিজের স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা কোন ঋণকৃত সিকিউরিটির বাট্টাকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২৭। **সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি**।– (১) কোন ইস্যুয়ার তাহার কোন সিকিউরিটি কোন এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি উক্ত এক্সচেঞ্জে, প্রবিধান মোতাবেক একটি আবেদন জমা দিবেন এবং আবেদনের একটি অনুলিপি কমিশনে জমা দিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন গ্রহণের পর এক্সচেঞ্জ, যদি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্তসমূহ পূরণ করিয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ উক্ত সিকিউরিটি লেনদেনের জন্য তালিকাভুক্ত করিবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ কোন সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিতে অস্বীকৃতি জানায়, সেইক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অথবা কমিশন উহার নিজস্ব উদ্যোগে, এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোন সিকিউরিটি তালিকাভুক্তির পর কমিশন বা এক্সচেঞ্জ এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনটিতে কোন গুরূত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘাটতি রহিয়াছে বা ইস্যুয়ার কোন নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে এবং জনস্বার্থে উক্ত সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি অব্যাহত থাকা উচিত নহে তাহা হইলে কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, এক্সচেঞ্জ আদেশের মাধ্যমে ইস্যুয়ারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ঘাটতি সংশোধন বা নির্ধারিত শর্ত বা আবশ্যকতা পরিপালন করাইতে পারিবে বা তালিকাভুক্তি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৫) কোন ইস্যুয়ার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি তালিকাচ্যুত করিবার জন্য এক্সচেঞ্জে আবেদন করিতে পারিবে। উক্ত এক্সচেঞ্জ বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায়, আবেদনটি অগ্রাহ্য করিতে বা প্রয়োজনীয় বা যথাযথ শর্তে অনুমোদন করিতে পারিবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে কোন এক্সচেঞ্জ কোন সিকিউরিটিকে তালিকাচ্যুত করিতে অস্বীকার করে, সেইক্ষেত্রে কমিশন, আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে, এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাচ্যুত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কোন এক্সচেঞ্জ বা, ক্ষেত্রমত, কমিশন, লেনদেনের স্বার্থে বা জনস্বার্থে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক আদেশ দ্বারা, কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত করিতে পারিবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ ত্রিশ দিন মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকিবে, যাহা এক্সচেঞ্জ, বা, ক্ষেত্রমত, কমিশন, যেকোন সময় প্রত্যেকবার অনধিক পনের দিনের মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৯) কোন ইস্যুয়ারকে শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদন অগ্রাহ্য বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন তালিকাভুক্তি প্রত্যাহার করা যাইবে না।

২৮। **সিকিউরিটির বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তি**।– যেইক্ষেত্রে কমিশন, কোন সিকিউরিটির প্রকৃতি এবং উহার লেনদেন পদ্ধতি বিবেচনাক্রমে এই অভিমত পোষণ করে যে, জনস্বার্থে এইরূপ করা প্রয়োজন বা সমীচীন, সেইক্ষেত্রে ইহা, এক্সচেঞ্জের সহিত পরামর্শক্রমে এবং উক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখপূর্বক এক্সচেঞ্জকে উক্ত সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৯। **দেউলিয়াত্বের আওতা বহির্ভূত (Bankruptcy Remoteness) সম্পদ, ইত্যাদি**।– আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি দেউলিয়া (Bankrupt) ঘোষিত হইবার কারণে তাহার দ্বারা বা তাহার নিকট গচ্ছিত সিকিউরিটি বাজার সংক্রান্ত নিম্নোল্লিখিত সম্পদ, সিকিউরিটি বা অন্যান্য দলিলাদি কোন অবস্থাতেই বন্টনযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না; বা ক্রোকের আওতাভুক্ত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে না; এবং একইসাথে উক্ত ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানি হয় তবে উহার অবলুপ্তির ক্ষেত্রে বর্ণিত সম্পদ, সিকিউরিটি বা অন্যান্য দলিলাদি উক্ত কোম্পানির পরিসম্পদ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না; বা পাওনাদারগণের দায়-দেনা পরিশোধের জন্যও ব্যবহার করা যাইবে না, যথা:-

(ক) ক্লিয়ারিং ও সেটলমেন্ট এর উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি ও ডিপজিটরির নিকট গচ্ছিত অর্থ, সিকিউরিটি, মার্জিন বা জামানত (Guarantee);

(খ) ডিপজিটরির নিকট গ্রাহকের হিসাবে গচ্ছিত সিকিউরিটি;

(গ) স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান বা কাস্টডিয়ান এর নিকট গ্রাহক কর্তৃক গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটি;

(ঘ) সিকিউরিটি ইস্যুর উদ্দেশ্যে প্রবর্তক (Originator) কর্তৃক কোন স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (Special Purpose Vehicle) বা ট্রাস্ট এর নিকট হস্তান্তরকৃত বা গচ্ছিত সম্পদ;

(ঙ) সেটলমেন্ট গ্যারান্টি ফান্ড বা ইনভেস্টর প্রটেকশন ফান্ড এর সকল প্রকার সম্পদ;

(চ) ইসলামী সিকিউরিটি বা অন্য কোন ঋণপত্র বা ডেট সিকিউরিটির দায় পরিশোধের নিমিত্ত গঠিত বা রক্ষিত কোন সঞ্চিতি বা তহবিল বা সম্পদ।

অধ্যায়: ৬
ইস্যুয়ারদের নিয়ন্ত্রণ

৩০। **ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক পরিপালন, ইত্যাদি**।– (১) কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটির ধারক এবং কমিশনের নিকট উহার বিষয়াদির একটি বার্ষিক প্রতিবেদন বা এরূপ বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, কমিশন যেকোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা চাহিলে, কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার কমিশনের নিকট উহার বা উহার হোল্ডিং বা অধীন কোম্পানির সহিত সম্পর্কিত বিষয়াদির দলিল, তথ্য বা ব্যাখ্যা দাখিল করিবে।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন (corporate governance) নিশ্চিত কল্পে শর্তাদি, নিয়মাচার (guideline), ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ তালিকাভূক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ার পরিপালন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত শর্তাদি, নিয়মাচার (guideline), বার্ষিক প্রতিবেদন বা এরূপ বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন, দলিল, তথ্য বা ব্যাখ্যা দাখিল বা পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে, কমিশন সিকিউরিটিজ মার্কেট ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে, তালিকাভূক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনসহ কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কমিশন, প্রয়োজন মনে করিলে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবে:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন ইস্যুয়ার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর পুনর্গঠন করা যাইবে না:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, কমিশন, বিশেষ ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ মার্কেট ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, শুনানি ব্যতিত কোন ইস্যুয়ার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৫) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা কোন চুক্তি বা কোন কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উপ-ধারা (৩) বা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশে বর্ণিত শর্ত বা নিয়মাচার প্রাধান্য পাইবে।

৩১। **তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকের বিবরণী জমাদান।—** ইস্যুয়ারের প্রত্যেক পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী, যিনি উহার কোন শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিক হন বা আছেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ কোন শ্রেণীর দশ শতাংশের অধিক সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিক, তিনি কমিশনের নিকট উক্তরূপ সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকানা সম্পর্কে নির্ধারিত ফরমে এবং সময়ে বা বিরতিতে রিটার্ন দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় "সুবিধাভোগী মালিক (Beneficial Owner)" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইক্যুইটি সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ এর মালিকানার সুবিধা ভোগ করেন; এবং এই অর্থে সেই ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবে যিনি সরাসরি বা পারিবারিক সম্পর্কের মাধ্যমে বা ইক্যুইটির কোন অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন, বা এমন মনোনীত বা ঘনিষ্ঠ সহযোগী বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ এর উপর যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ রাখেন ও মালিকানার সুবিধা ভোগ করেন;

৩২। **শর্ট-সেলিং (Short Selling) নিষিদ্ধকরণ**।– তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি, ব্যাংকার, এজেন্ট, নিরীক্ষক, উপদেষ্টা বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ সিকিউরিটির অন্যূন দশ শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইরূপ সিকিউরিটির শর্ট-সেলিং এ নিয়োজিত হইবেন না।

৩৩। **পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং সুবিধাভোগী** মালিক (beneficial owner) **কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়**।– (১) যেই ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটি ইস্যুয়ারের কোন পরিচালক অথবা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্তরূপ সিকিউরিটির অন্যূন দশ শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক, ছয় মাসের কম সময়কালের মধ্যে উক্তরূপ কোন সিকিউরিটির ক্রয় এবং বিক্রয় অথবা বিক্রয় এবং ক্রয়ের মাধ্যমে কোন লাভ করেন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা সুবিধাভোগী মালিক ইস্যুয়ারের নিকট তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উক্ত লাভের অর্থ উহাকে প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কোন ঋণ পরিশোধের বিনিময়ে সরল বিশ্বাসে অর্জিত কোন সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যেই ক্ষেত্রে কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা সুবিধাভোগী মালিক উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন লাভ উহা অর্জনের পর ছয় মাস সময়কালের মধ্যে, বা উহার জন্য দাবির ষাট দিনের মধ্যে, যাহা পরে হয়, প্রদান করিতে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন বা ইস্যুয়ার উহা আদায় করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ লাভ কমিশনের উপর ন্যস্ত হইবে, যাহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায় যোগ্য হইবে।

৩৪। **প্রক্সি, সম্মতি**, ইত্যাদি।-কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) বা কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোন প্রক্সি, সম্মতি বা ক্ষমতার্পণের অভিযাচন (Authorisation) নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

অধ্যায়: ৭
নিষিদ্ধকরণ এবং সীমাবদ্ধকরণ

৩৫। **গ্রাহকের সিকিউরিটি ধার, দায়বন্ধন (Hypothecation) এবং ঋণদান**।– কোন স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার বা উহার সহযোগী, বা মার্চেন্ট ব্যাংকার বা অন্য কোন বাজার মধ্যস্থতাকারী এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি লংঘন করিয়া, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,-

(ক) কোন সিকিউরিটি ক্রয় বা ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির জন্য কোন ধার প্রদান বা সংরক্ষণ করিবেন না বা কোন ধার বর্ধিতকরণ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন না; বা

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাবে ধারণকৃত কোন সিকিউরিটির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ বা ঋণ প্রদান বা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন না; বা

(গ) কোন গ্রাহকের হিসাবে ধারণকৃত কোন সিকিউরিটি দায়বদ্ধ করিবেন না বা দায়বদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিবেন না।

৩৬। **প্রতারণামূলক কার্য, কারসাজি, ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ**।– (১) কোন ব্যক্তি অসদুপায়ে বা কারসাজির মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে কোন সিকিউরিটির বিক্রয় বা ক্রয়কে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করা, নিবৃত্ত করা, কার্যকর করা, বিরত করা বা যে কোনভাবে তাহার সুবিধার দিকে প্রলুব্ধ বা

প্রভাবিত করা বা পক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করা বা অন্য কোন উপায়ে সিকিউরিটিজ বাজারকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে,-

(ক) এমন কোন কৌশল, ফন্দি বা চাতুরী প্রয়োগ করিবেন না, বা কোন মাধ্যম ব্যবহার করিবেন না, বা কোন কাজ, চর্চা বা ব্যবসায়িক কার্যধারায় যুক্ত হইবেন না, যাহা কোন ব্যক্তির উপর প্রতারণা বা শঠতা হিসাবে কাজ করে বা কাজ করিতে পারে এরুপ অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা করিবেন না; বা

(খ) সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না এইরূপ কোন বিষয় সঠিক বলিয়া কোন পরামর্শ বা বিবৃতি দিবেন না; বা

(গ) কোন বিষয়ে অবগত হইয়া বা বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে বিবৃতিদান হইতে বিরত থাকিবেন না বা উহা সক্রিয়ভাবে গোপন করিবেন না; বা

(ঘ) শঠতার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু করিবার বা না করিবার জন্য প্ররোচিত করিবেন না; যাহা তাহার সহিত শঠতা না করা হইলে তিনি করিতেন না বা করা হইতে বিরত থাকিতেন; বা

(ঙ) কোন সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ ম্যাধ্যমসহ কোন প্রচার মাধ্যমে বা অন্য কোন মাধ্যম বা উপায়ে কোন তথ্য বা বিবৃতি প্রকাশ করিবেন না; বা

(চ) অপ্রকাশিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করিয়া কোন সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিবেন না; বা

(ছ) কোন ব্যক্তি কোন সিকিউরিটির প্রাথমিক ইস্যু মূল্য নির্ধারণে অযৌক্তিক বা বিভ্রান্তিমূলক দর প্রদান করিয়া ইস্যু মূল্য নির্ধারণে প্রভাবিত করিবেন না; বা

(জ) এইরূপ কোন কাজ বা চর্চা করিবেন না বা ব্যবসায়িক কার্যধারায় যুক্ত হইবেন না বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিবেন না, যাহা কোন ব্যক্তির উপর প্রতারণা, শঠতা বা কারসাজি হিসাবে কাজ করে, বিশেষভাবে-

(অ) কোন মনগড়া বা কল্পিত বাজারদর প্রদান;

(আ) কোন সিকিউরিটির সক্রিয় লেনদেনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর চিত্র সৃষ্টিকরণ;

(ই) সিকিউরিটির এইরূপ কোন লেনদেন কার্যকর করা যাহাতে উহার সুবিধাভোগী মালিকানায় কোন পরিবর্তন হয় না;

(ঈ) কোন সিকিউরিটির ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য এইরূপ এক বা একাধিক আদেশ প্রদান করা, যাহা পরিণামে পরস্পরকে বাতিল করে এবং উক্ত সিকিউরিটির সুবিধাভোগী মালিকানায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না;

(উ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সিকিউরিটিতে এইরূপ উদ্দেশ্যমূলক ধারাবাহিক লেনদেন (series of transaction) করা, যাহার ফলে উক্ত সিকিউরিটিতে সক্রিয় লেনদেনের (active trading) চিত্র, বা অন্যদেরকে ক্রয়ে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার মূল্য বৃদ্ধি বা অন্যদেরকে বিক্রয়ে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার মূল্যহ্রাসের চিত্র সৃষ্টি করে; এবং

(ঊ) কোন তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটির ইস্যুয়ারের কোন পরিচালক বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত সিকিউরিটির অন্যূন দশ শতাংশের সুবিধাভোগী মালিক উক্ত সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও উহা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকা।

(ঋ) কোন ডেরিভেটিভের মূলগত ইন্সট্রুমেন্ট (Underlying instrument) বা সিকিউরিটির মূল্য বা ইন্ডেক্সকে প্রভাবিত করিবেন না;

(ঞ) কোন কোম্পানির কর্তৃত্বগ্রহণ বা একীভূতকরণ বা অঙ্গীভূত করণ বা পূণর্গঠনের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির মূল্য বা বিনিময় অনুপাতকে প্রভাবিত করিবেন না।

(২) কোন ইস্যুয়ার বা উহার সাবসিডিয়ারী কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে বিভ্রান্তিমূলক, অসত্য বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ; আয় বা ব্যয়, লাভ বা লোকসান, সম্পদ বা দায় কম বা বেশি প্রদর্শন বা গোপন রাখা; বা কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য (Material Information) প্রকাশ না করিয়া সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিবে না।

(৩) কোন সিকিউরিটির বা ইস্যুয়ারের আর্থিক বিবরণীর উপর প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিরীক্ষক এমন কোন বিভ্রান্তিমূলক, অসত্য বা মিথ্যা তথ্যসহ প্রতিবেদন প্রদান করিবেন না যাহা উক্ত সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিতে পারিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমে কোন সিকিউরিটির বিভ্রান্তিমূলক, অসত্য বা মিথ্যা আর্থিক বিশ্লেষণ বা সংবাদ প্রকাশ করিবেন না যাহা উক্ত সিকিউরিটির মূল্যকে বা সিকিউরিটিজ মার্কেটকে প্রভাবিত করিতে পারিবে।

(৫) কোন স্টক-ব্রোকার বা স্টক-ডিলার বা মার্চেন্ট ব্যাংকার বা অন্য কোন বাজার মধ্যস্ততাকারী বা উহার কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা নিরীক্ষক বা সম্পদ মূল্যায়নকারী অসদুপায়ে বা কারসাজির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন সিকিউরিটির ক্রয়, বিক্রয়, অর্জন, অধিগ্রহণ বা কর্তৃত্বগ্রহণে অংশগ্রহণ করিয়া, উক্ত সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিবেন না।

(৬) কোন ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি বিভ্রান্তিমূলক, অসত্য বা মিথ্যা তথ্য, আর্থিক বিশ্লেষণ বা রেটিং প্রকাশ করিয়া কোন সিকিউরিটির মূল্যকে প্রভাবিত করিবে না।

(৭) কোন ইস্যু ব্যবস্থাপক বা কোন অবলেখক বা সম্পদ মূল্যায়নকারী বা বিনিয়োগ উপদেষ্টা বিভ্রান্তিমূলক, অসত্য বা মিথ্যা তথ্য, আর্থিক বিশ্লেষণ বা যথাযথ অভিনিবেশ (Due Diligence) সনদ প্রদান বা প্রকাশ করিয়া কোন সিকিউরিটির ইস্যু মূল্যকে প্রভাবিত করিবেন না।

৩৭। **মিথ্যা বিবরণী, প্রতিবেদন, ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ**।– কোন ব্যক্তি, এই আইনের দ্বারা বা অধীন দাখিল করা প্রয়োজন এইরূপ কোন বিবরণী, প্রতিবেদন, নথিপত্র, কাগজপত্র, হিসাব, তথ্য বা ব্যাখ্যায় বা এই আইনের অধীনে করা কোন আবেদনে এইরূপ কোন বিবৃতি দিবেন না বা তথ্য প্রদান করিবেন না, যাহা গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকে মিথ্যা বা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া তিনি জ্ঞাত বা তাহার কাছে এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে।

৩৮। **গোপনীয়তা রক্ষা**।– (১) কোন ব্যক্তি কমিশনের অনুমতি ব্যতীত, আইনগতভাবে পাওয়ার অধিকার রাখেন না এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট, এইরূপ কোন তথ্য জানাইবেন না বা অন্য কোনভাবে প্রকাশ করিবেন না, যাহা তাহার নিকট বিশ্বস্ততার সহিত প্রদান করা হইয়াছে বা যাহা তিনি এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদনকালে পাইয়াছেন বা যে ক্ষেত্রে তাহার অধিগম্যতা ছিল।

(২) কমিশনের বর্তমান এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বর্তমান এবং প্রাক্তন সদস্য বা কমিশনার এবং কর্মকর্তা বা কর্মচারী আইনগতভাবে পাওয়ার অধিকার রাখেন না এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট কোন তথ্য জানাইবেন না বা অন্য কোনভাবে প্রকাশ করিবেন না, যাহা তাহার নিকট বিশ্বস্ততার সহিত প্রদান করা হইয়াছে বা যাহা তিনি এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদনকালে পাইয়াছেন বা যে ক্ষেত্রে তাহার অধিগম্যতা ছিল।

৩৯। **তথ্য প্রকাশের দন্ড**।– (১) সুবিধাভোগী ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এই আইনের ধারা ৩৮ লংঘন করিয়া কোন তথ্য প্রকাশ করা হইলে উহা একটি দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যিনি উপ-ধারা (১) লংঘন করিবেন, তিনি অনধিক পাঁচ বৎসরের কারাদন্ড, বা অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪০। **নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ**।– (১) যেক্ষেত্রে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘনের সহিত জড়িত বা উক্ত লংঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কার্য বা প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত বা কোন ব্যক্তি কোন কার্যের অবহেলা করিয়াছেন বা বিরত রহিয়াছেন বা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, যাহা উক্ত লংঘন সংঘটিত করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ কার্য করা হইতে বা প্রক্রিয়ার জড়িত হওয়া হইতে বিরত থাকিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যাহা উক্ত লংঘন বা লংঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারে বা যে কার্য না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে উক্তরূপ লংঘন ঘটিতে পারে তাহা করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে, কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে, তিনি তদনুযায়ী নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ে, যদি থাকে, উহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

অধ্যায়: ৮
অনুসন্ধান, তদন্ত, শাস্তি, জরিমানা, দন্ড, আদেশ, আপিল, রিভিউ, ইত্যাদি

৪১। **অনুসন্ধান বা তদন্ত**।- (১) এই আইনের অধীন কমিশন, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা তদারকি বা নজরদারি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে বা এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে যে কোন সময়ে লিখিত আদেশ দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে-

(ক) আইনের ধারা ১৪, ধারা ১৫, ধারা ২২ এর উপধারা (১) ও (২), ধারা ২৩ এর উপধারা (১) এবং ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তি বা কোন ইস্যুয়ার, বা উহাদের কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম বা বিষয়াবলি বা, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ মার্কেট সংক্রান্ত কার্যক্রম বা বিষয়াবলি;

(খ) কোন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির নিরীক্ষক বা সম্পদ মূল্যায়নকারীর কার্যক্রম বা বিষয়াবলি।

(২) যেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি বা বাজার মধ্যস্থতাকারী, আত্ম-নিয়ামক সংগঠন, ইস্যুয়ার, নিরীক্ষক বা সম্পদ মূল্যায়নকারী, বা উহার কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার বিবেচনায় উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্তের সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য প্রত্যেক ব্যক্তি, অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার যেইরূপ প্রয়োজন হইতে পারে, সেইরূপ তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যে বিশেষজ্ঞ সহায়তার জন্য কমিশন পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে কমিশন সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যে কমিশন বা অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তাকে সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে অনুসন্ধান, বা তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকতা বা ক্ষেত্রমত কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত রাখিয়া সিকিউরিটি লেনদেনের সহিত সম্পর্কিত ব্যাংক হিসাবের তথ্য ও রেকর্ড কোন ব্যাংক বা ক্ষেত্রমত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তলব করিতে পারিবে।

(৫) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে অনুসন্ধান, বা তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকতা, বা ক্ষেত্রমত কমিশন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতক্রমে, যে কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ হইতে সিকিউরিটিজ লেনদেন বা এতদসংক্রান্ত তথ্য প্রচার এর সহিত সম্পর্কিত টেলিফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোন মাধ্যমের তথ্য ও রেকর্ড তলব করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা, এইরূপ অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে, অনুসন্ধান বা তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত বা দখলাধীন যে কোন প্রাঙ্গন বা স্থাপনায় প্রবেশ করিতে, এবং এইরূপ ব্যক্তির অধিকৃত কাগুজে বা ইলেকট্রনিক হিসাব বহিসমূহ বা নথিপত্র বা তথ্য ও রেকর্ড তলব করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শন ও জব্দ করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা, এইরূপ অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন ব্যক্তি কর্তৃক বেআইনীভাবে বা অনৈতিকভাবে আহরিত অর্থ, সিকিউরিটি বা সম্পদ এবং অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন ব্যক্তির মালিকাধীন বা অধিকারভুক্ত কোন সিকিউরিটি সাময়িকভাবে স্থগিত (Freeze) করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে কোন মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) এর অধীন কোন আদালতের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তার থাকিবে, যথা-

(ক) কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে বাধ্য করা এবং শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক পরীক্ষা করা;

(খ) নথিপত্র উপস্থাপনে বাধ্য করা;

(গ) সাক্ষীকে উপস্থিত করিবার জন্য নোটিশ জারি এবং উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(ঘ) সাক্ষীগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করা; এবং

(৯) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লেখিত ব্যক্তি সম্পর্কে গৃহীত কার্যধারা দন্ড বিধি (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ অনুযায়ী "বিচার বিভাগীয় কার্যধারা" হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) কমিশন, এই ধারার অধীন কোন অনুসন্ধান বা তদন্তের খরচ, যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়াবলি, ব্যবসায় বা ক্ষেত্রমত, লেনদেনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বা কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে নিবেদনকারী সিকিউরিটির ধারকগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

৪২। **জরিমানা, ইত্যাদি**।– (১) যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধান দ্বারা বা অধীন দাখিল করা প্রয়োজন এমন কোন নথিপত্র, কাগজপত্র বা তথ্য দাখিল করিতে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন; বা

(খ) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধান এর অধীন কমিশন কর্তৃক প্রণীত বা ইস্যুকৃত বা আরোপিত কোন আদেশ বা নির্দেশনা বা শর্ত বা বিধি-নিষেধ বা প্রদত্ত কোন অনুমোদন লংঘন করেন বা পালন করিতে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন; বা

(গ) এই আইনের কোন ধারা লংঘন করেন বা লংঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লংঘনে প্ররোচনা বা সহায়তা করেন বা অন্য কোনভাবে পালন করিতে ব্যর্থ হন; বা

(ঘ) কোন অনুসন্ধান বা তদন্তকালে অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হন বা বাধা প্রদান করেন;

তাহা হইলে কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ, উক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর, উক্ত অস্বীকৃতি, ব্যর্থতা বা লংঘন বা বাধা ইচ্ছাকৃত ছিল মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, লিখিত আদেশ দ্বারা সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে বা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে উহা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(ঙ) উপধারা (১) এর দফা (ক) থেকে (ঘ) এর বিধানাবলীর বিষয়ে শুনানীর উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে যে সকল ক্ষমতা কোন দেওয়ানি আদালত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীনে প্রয়োগ করিতে পারে, যথা:-

(অ) কমিশনে উপস্থিত হইবার জন্য কোন ব্যক্তির উপর সমন জারি এবং তাহাকে কমিশনে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং শপথ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞেসাবাদ করা;

(আ) কোন তথ্য সরবরাহ বা প্রয়োজনীয় কোন দলিল দাখিল করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ড বা জরিমানা অনাদায়ী হইলে উহা সরকারের বকেয়া ভূমি রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারার অধীন জরিমানার আদেশ আরোপিত হইলে একই অপরাধের জন্য কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৪) এই আইনের কোন বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে বা কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক কোন ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে।

৪৩। **দন্ড, ইত্যাদি।**— (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৩৬ এর বিধান লংঘন করেন বা লংঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লংঘনে প্ররোচনা বা সহায়তা করেন এবং কমিশন যদি উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক মামলা দায়ের করে, তবে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসরের কারাদন্ড, বা অন্যূন দশ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে, বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড ছাড়াও এই আইনের ধারা ৩৬ এর বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি কর্তৃক বেআইনীভাবে বা অনৈতিকভাবে আহরিত অর্থ, সিকিউরিটি বা সম্পদ সংশ্লিষ্ট আদালত বাজেয়াপ্ত করিতে বা বাজেয়াপ্ত করিয়া যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (Disgorgement)

এর আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, তবে আদেশকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মোট আর্থিক ক্ষতির দ্বিগুণের কম হইবে না।

৪৪। **আপীল, রিভিউ, ইত্যাদি** ।- (১) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনের কোন অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের ধারা ৪২ এর অধীন জারিকৃত শাস্তিমূলক আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ জারির ৯০ (নব্বই) দিন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(২) নির্ধারিত সময়ের পর দায়েরকৃত কোন আপীল গ্রহণযোগ্য হইবেনা তবে আপীলকারী যদি এই মর্মে কমিশনকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না করিবার যুক্তিসংগত কারণ ছিল, সে ক্ষেত্রে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দায়েরকৃত আপীল কমিশন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন আপীল, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং তদ্বারা নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া দায়ের করিতে হইবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে উহা দায়ের করা হইতেছে উহার কপি আপীলের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক আপীল নিষ্পত্তি হইবে এবং আপীলকারীকে যুক্তি সংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন আপীল নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

(৫) আপীল আদেশের তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা কমিশন নিজ উদ্যোগে মীমাংসিত বিষয় পুনঃ বিবেচনা বা রিভিউ (Review)করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৬) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ডের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান না করিয়া উক্তরূপ দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে এই ধারার অধীন আপীল, বা পুনঃ বিবেচনা বা রিভিউ বা কোন আদালতে মামলা বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

৪৫। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি** ।— এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সিকিউরিটি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বা কোন বিনিয়োগকারীর ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে।

৪৬। **তথ্য প্রদানকারীর বা তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন রাখা।**— (১) এই আইনের কোন বিধান লংঘনের বিষয়ে কোন তথ্য প্রদানকারী বা প্রকাশকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য (information) কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না, বা কোন পক্ষকে তথ্য প্রদানকারীর বা প্রকাশকারীর নাম, ঠিকানা বা পরিচয় প্রকাশ করিতে দেওয়া বা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না, বা এমন কোন তথ্য উপস্থাপন বা প্রকাশ করিতে দেওয়া যাইবে না যাহাতে তথ্য প্রদানকারীর বা প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশিত হয় বা হইতে পারে।

(২) কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার সাক্ষ্য প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত কোন বহি, দলিল বা কাগজপত্রে যদি এমন কিছু থাকে, যাহাতে তথ্য প্রদানকারীর বা **প্রকাশকারীর** নাম, ঠিকানা বা পরিচয় অন্তর্ভুক্ত

থাকে, তাহা হইলে কমিশন বা আদালত কোন ব্যক্তিকে উক্ত বহি, দলিল বা কাগজপত্রের যে অংশে উক্তরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে সেই অংশ পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিবে না।

ব্যাখ্যা: "তথ্য প্রকাশকারী "অর্থে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

৪৭। **দেওয়ানি দায়সমূহ (Civil Liabilities)** ।– (১) এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি লংঘন করিয়া প্রণীত প্রত্যেক চুক্তি এবং এইরূপ বিধান লংঘনকারী চুক্তির কোন পক্ষের অধিকার বা চুক্তির পক্ষ নহে তবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া উক্ত চুক্তির অধীন কোন অধিকার লাভ করিয়াছেন, যাহা উক্তরূপ লংঘনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বাতিলযোগ্য হইবে এবং উক্ত লংঘনের কোন পক্ষ না হইয়াও এইরূপ চুক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ততার সীমা পর্যন্ত উক্তরূপ চুক্তি বাতিল বা বাতিল সম্ভব না হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধির অধীন কমিশন বা কোন এক্সচেঞ্জের নিকট দাখিলকৃত কোন আবেদন, প্রতিবেদন বা দলিলে এইরূপ কোন মন্তব্য প্রদান করেন বা প্রদানের ব্যবস্থা করেন, যাহা প্রস্তুতের সময়ে বা পারিপার্শ্বিকতার আলোকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অসত্য বা বিভ্রান্তিকর ছিল, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত প্রতিবেদন বিশ্বাস করিয়া সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয়কারী ব্যক্তির ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে কোন চুক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, যদি না উক্ত ব্যক্তি যিনি উক্ত আবেদন, প্রতিবেদন বা দলিল দাখিল করিয়াছেন, প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করিয়াছেন এবং তাহার জানামতে বা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না যে উক্ত ঘোষণা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ছিল।

(৩) কোন ব্যক্তি আইনের ধারা ৩৬ লংঘন করিয়া কোন কার্য বা লেনদেনে অংশগ্রহণ করিলে তিনি যে কোন ব্যক্তির নিকট, তাহাদের মধ্যে কোন চুক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, দায়ী থাকিবেন যিনি উক্ত কাজ বা লেনদেনে আস্থা স্থাপন করিয়া কোন সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয় করিয়াছেন এবং উক্ত আস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, যদি না উক্ত লংঘনকারী ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাহার জানা মতে বা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না যে সেখানে কোন প্রতারণা, অসত্য বা বিচ্যুতি ছিল।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ধারার অধীন দায়ী কোন ব্যক্তির বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি উক্ত নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির সমপরিমাণ দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত কার্য বা কার্যসমূহ সংঘটনে প্ররোচিত করেন নাই।

(৫) এই ধারায় অধীন দায় হইবে যৌথ ও পৃথক এবং, প্রত্যেক দায়ী ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, যিনি মূল মামলায় অন্তর্ভুক্ত হইলে একই বা সমান জরিমানা প্রদানের জন্য দায়ী হইতেন, চুক্তিবদ্ধ অংশ আদায় করিতে পারিবেন, যদি না বাদি এবং বিবাদি প্রতারণামূলক অসত্য উপস্থাপনের জন্য দায়ী হন।

(৬) মামলার কারণ উদ্ভবের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, এই ধারার অধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৭) এই আইনের অধীন অধিকার এবং প্রতিকারসমূহ আপাতত বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীন অন্য কোন অধিকার ও প্রতিকারসমূহের অতিরিক্ত হইবে।

অধ্যায়ঃ ৯
অপরাধ, বিচার, ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদি

৪৮। **কোম্পানি বা কৃত্রিম আইনগত সত্ত্বা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।- এই আইনের কোন বিধান লংঘনকারী যদি কোন কোম্পানি বা কৃত্রিম আইনগতসত্তা হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে এবং উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৪৯। **প্রমাণের দায়ভার**।– যেক্ষেত্রে এই আইনের কোন বিধান বা উহার অধীন কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য সম্পাদন করা যাইবে না মর্মে প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘনের জন্য কোন ব্যক্তির বিচার করা হয় সেইক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ বিধান বা, ক্ষেত্রমত, আদেশ লংঘন করেন নাই, তাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

৫০। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ও বিচার।– (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ধারা ৫১ এর অধীন গঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট বা অভিযোগের ভিত্তিতে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য না হওয়া সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচারও এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত একই সংগে অত্র ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সময়, ধারা ৫১ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত যে কোন ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ বিলুপ্ত করিবার সময়, সরকার, একই প্রজ্ঞাপনে, উক্ত বিলুপ্ত ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা বা মামলাসমূহ কোন আদালতে স্থানান্তরিত হইবে এবং নিষ্পত্তি হইবে সেটাও উল্লেখ করিবে।

৫১। **স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা**।– (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এক বা একাধিক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল একজন দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং উহার ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) কোন দায়রা আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা কমিশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিবসের মধ্যে উক্ত আদালতে বা উহার অধঃস্তন কোন আদালতে চলমান মামলা বা প্রসিডিং উপ-ধারা (১) অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিবেন এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না গ্রহণ না করিলে, যে পর্যায় হইতে মামলা বা প্রসিডিং স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে বিচারকার্য শুরু করিবে।

(৪) স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

অধ্যায়: ১০
কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি, প্রতিবেদন, ইত্যাদি

৫২। **কমিশনের তহবিল**।- (১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তহবিল নামে কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং এই তহবিলে সরকারের বার্ষিক বরাদ্দ, অনুদান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।

(২) কমিশন তহবিল, অতঃপর এই ধারায় তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তহবিলের অর্থ কমিশনের নামে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৪) তহবিল হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৫) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন উহার কোন সম্পদ ধারণ বা আয় বা প্রাপ্তির জন্য কোন প্রকার আয়কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না এবং উক্ত কর প্রদান হইতে কমিশনকে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

৫৩। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী**।— (১) কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

(২) সরকার প্রতি অর্থ বৎসর কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে, এবং উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

৫৪। **হিসাব রক্ষণ ও বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।— (১) কমিশন যথাযথভাবে কমিশনের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং সরকার উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত

অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের যে কোন কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

অধ্যায়: ১১
বিবিধ

৫৫। **উপদেষ্টা কমিটি**।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরামর্শ এবং সহায়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে, এই আইন ও সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫৬। **অব্যাহতি**।– কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সকল বা যে কোন বিধানের কার্যকারিতা হইতে যেকোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণি, বা যেকোন সিকিউরিটি বা সিকিউরিটি-শ্রেণি বা যেকোন লেনদেন বা লেনদেন শ্রেণিকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫৭। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।- এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধি, আদেশ বা নির্দেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্য বা কার্য সম্পাদনের অভিপ্রায়ের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী, কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনার বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়োগকৃত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অধীনস্ত কর্তৃপক্ষের বিরূদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫৮। **সরল বিশ্বাসে অর্জিত সিকিউরিটি**।– (১) কোন ব্যক্তি, যিনি বিনা প্রতারণায় এবং বৈধ প্রতিদানের বিনিময়ে কোন ইকুইটি, সিকিউরিটি, স্ক্রিপ, সুকুক বা ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার স্টক বা বন্ডের মালিক হন এবং যাহার নিকট হইতে তিনি স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহার স্বত্বের ক্রটি সম্পর্কে জ্ঞাত নহেন, তিনি পক্ষগণের মধ্যে স্বত্বের ক্রটি থাকা সত্ত্বেও উক্ত সার্টিফিকেট ও উহার সহিত সকল অধিকার ক্রটিমুক্তভাবে ধারণ করিবেন।

(২) কোন এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটি বা সিকিউরিটিজ আকারে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য আবশ্যকীয় দলিলায়ন, পদ্ধতি ও নিশ্চয়তা এবং পক্ষসমূহের অধিকার ও দায়ের উপর উহাদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, উহা এক্সচেঞ্জে সম্পাদিত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য ও বলবৎযোগ্য শর্তাবলি হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ৯ নং আইন), নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ (১৮৮১ সনের ২৬ নং আইন), ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২ (১৮৮২ সনের ৪ নং আইন), বা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের এবং ইস্যুয়ার কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি বহির অন্তর্ভুক্ত শেয়ারের অধিকার ও দায় নির্ধারণ করিবে।

৫৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহবান করিয়া দেশের বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি দাখিল করিবার জন্য অন্যূন দুই সপ্তাহ সময় দিতে হইবে।

(২) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্টদের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহবান করা জনস্বার্থে যথাযথ হইবে না বলিয়া বিবেচিত হইলে, কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি যে সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারে এমন কোন বিষয়েও কমিশন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত কোন বিধি সরকারের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে প্রণয়ন বা সংশোধন করা যাইবে না।

৬০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে, কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন ক্ষেত্রে স্ব-স্ব বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা-

(ক) পরিচালনা পর্ষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি;

(খ) ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারী হওয়ার যোগ্যতা, ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারীর অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাময়িক স্থগিতকরণ এবং বহিষ্কারকরণ, শাস্তিসহ ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারীর শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়;

(গ) ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারী শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক;

(ঘ) কোন ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহণকারীর আর্থিক দায়, ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন, ন্যূনতম মূলধন, নিট মূলধন বা সর্বমোট ঋণগ্রস্ততার অনুপাত বা উভয়বিধ;

(ঙ) ট্রেক হোল্ডার বা অংশগ্রহনকারীগণ কর্তৃক নিজস্ব হিসাবে কারবার নিয়ন্ত্রণ; ব্যবসা-সংক্রান্ত অনুরোধের পদ্ধতি; হিসাববহি এবং আর্থিক প্রতিবেদন সংরক্ষণ পন্থা;

(চ) ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের এবং কমিটিসমূহের বাছাই পদ্ধতি;

(ছ) পরিচালকগণের যোগ্যতা, কার্যাবলি ও শাস্তিসহ শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়;

(জ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরির শর্তাবলী ও শাস্তিসহ শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট বিষয়;

(ঝ) এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সিকিউরিটির তালিকাভুক্তি বা তালিকাচ্যুতিকরণ;

(ঞ) কোন ইস্যুয়ারের নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং এতদুদ্দেশ্যে দাখিলতব্য বিবরণাদি;

(ট) সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি, সাময়িক স্থগিতকরণ, দিন ও ঘন্টার নিয়ন্ত্রণ;

(ঠ) চুক্তি এবং নিষ্পত্তির ধরন এবং খেলাপ বা দেউলিয়াত্বের পরিণতিসহ সাধারণভাবে চুক্তিসমূহের, বা চুক্তিসমূহ নিশ্চিতকরণের নিয়ন্ত্রণ;

(ড) লেনদেন এবং সিকিউরিটি সম্পর্কিত অগ্রবর্তী ক্রয়-বিক্রয়, বদলা (badlas) এবং জের-টানা সংক্রান্ত সুবিধাদির নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) বাজারদর প্রণয়ন ও প্রকাশের পন্থা, ক্রয়-বিক্রয়ের এককসমূহ ও ব্যবধানসমূহ নির্ধারণ এবং পৃথক পৃথক ও পরিমাণ অনুযায়ী উভয়ভাবে লেনদেনসমূহের প্রকাশ;

(ণ) ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি কর্তৃক সিকিউরিটির লেনদেনের জন্য একটি নিকাশঘর (Clearing House) স্থাপন, মার্জিন ও সহায়ক জামানত (collateral)কোলাটারাল নির্ধারণ এবং ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ত) লেনদেন ও সিকিউরিটি সম্পর্কিত মনগড়া ও সংখ্যাভিত্তিক হিসাবসমূহ, শূন্য হস্তান্তর (Blank Transfer), শর্ট সেল, অপশন, বিজোড় লট (odd lot) এবং মার্জিনের নিয়ন্ত্রণ;

(থ) গ্রাহকের সিকিউরিটির ঋণদান ও দায়বন্ধন;

(দ) সর্বনিম্ন কমিশন নির্ধারণসহ দালালি এবং অন্যান্য চার্জসমূহ নিয়ন্ত্রণ;

(ধ) ব্রোকার এবং ডিলারের কার্যাবলি পৃথকীকরণ;

(ন) সালিশ নিষ্পত্তিসহ দাবি বা বিবাদ ফয়সালা প্রক্রিয়া; এবং

(প) অন্য কোন বিষয় যাহার জন্য কোন প্রবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন বা প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্ত প্রকাশের পর উহা কার্যকর হইবে।

(৪) কমিশন কোন কিছু করা সমীচীন মনে করিলে, লিখিত আদেশ দ্বারা, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় বা সর্বোচ্চ ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানিকে কোন প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন বা ইতোমধ্যে প্রণীত প্রবিধান রদ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) যদি কোন এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন নির্দেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিপালনে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করে, তবে কমিশন, যে প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, উহা পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ব্যতিরেকে, প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে অথবা প্রণয়ন, সংশোধন বা রদ করিবার আদেশাধীন কোন প্রবিধান রদ করিতে পারিবে; এবং কমিশন কর্তৃক এইরূপ প্রণীত, সংশোধিত বা রদকৃত কোন প্রবিধান এক্সচেঞ্জ বা ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানি কর্তৃক এই ধারার বিধানাবলি অনুসরণ করিয়া প্রণয়ন, সংশোধন বা রদ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপভাবে কার্যকর হইবে।

৬১। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**।– আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কমিশন বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটিজ মার্কেটের স্বার্থে বা সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়নের জন্য করা প্রয়োজন বলিয়া সন্তুষ্ট হয়, সেইক্ষেত্রে ইহা, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন এক্সচেঞ্জ, স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, ইস্যুয়ার বা বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটিজ মার্কেটের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন ব্যক্তিকে, উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যেকোন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৬২। **জটিলতা নিরসনের ক্ষমতা**।– (১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে কমিশন এর সাথে পরামর্শক্রমে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছর পর এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত সকল আদেশ সরকার যতশীঘ্র সম্ভব জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করিবে।

৬৩। **নির্দেশ প্রদানের সরকারের ক্ষমতা**।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কমিশনকে নীতিগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা পালন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ নির্দেশ প্রদানের পূর্বে সরকার কমিশনকে তৎসম্পর্কে উহার মতামত প্রদান করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিবে।

৬৪। **Act XXIX of 1947, Ord. XVII of 1969 এবং ১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন এর অধীন দায় ও দায়িত্ব, ইত্যাদি**।-

কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বিধায়-

(ক) এই আইন ব্যতিত কোন আইন বা কোন চুক্তি, ইনস্ট্রুমেন্ট ও দলিলে কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ এর উল্লেখ থাকিলে তাহা "কমিশন" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) Capital Issues (Continuance of Control) Act 1947, (XXIX of 1947), Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এবং বাংলাদেশ সিাকউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইনত্রয় বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন সরকারের সকল দায় ও দায়িত্ব কমিশনের দায় ও দায়িত্ব হইবে;

(গ) উক্ত আইনত্রয়ের অধীন সরকার ও কমিশন কর্তৃক ও উহাদের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি ও বিষয় কমিশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ও বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) উক্ত আইনত্রয়ের অধীন সরকার ও কমিশন কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা মোকদ্দমা এবং অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা কমিশন কর্তৃক বা কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা মোকদ্দমা বা আইনগত ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত আইনত্রয়ের বিধান অনুযায়ী কোন কিছু সরকার ও কমিশনের নিকট অনিস্পন্ন থাকিলে উহা উক্ত আইনত্রয়ের বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিস্পন্ন হইবে।

৬৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।– (১) Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এবং উহাদের অধীন প্রণীত সকল বিধি বা প্রবিধান, আদেশ, নির্দেশ, প্রদত্ত সুবিধাদি এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য হওয়া সাপেক্ষে, এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন এই আইন প্রণয়ন করা হয় নাই।

৬৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি**।- (১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ২০২২ কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।